www.BANGLAKITAB.com

رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

www.BANGLAKITAB.com

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

www.BANGLAKITAB.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্‌ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্‌মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

www.BANGLAKITAB.com

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুব্হামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসতানুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফাযলি।

www.BANGLAKITAB.com

সূচীপত্র

অধ্যায়

রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে চলা, জানাযার নামায পড়া এবং তার দাফনের সময় উপস্থিত থাকা ও দাফনের পরে তার কবরের পাশে অবস্থান করা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীকে দেখতে যাওয়া	১
অনুচ্ছেদ ঃ	রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দু'আ করার ভাষা	৪
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব	৭
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার কি বলা উচিত	৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদেমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়্যত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃতু নিকটবর্তী তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার অসিয়্যত	৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর কথা বলার অনুমতি আছে, আমার ব্যাথা করছে ভীষণ ব্যাথা করছে অথবা আমার জ্বর বা হায় আমার মাথা গেলো ইত্যাদি। বিরুক্ত হয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে না বললে এ কথা বলা অপসন্দনীয় নয়	৯
অনুচ্ছেদ ঃ	মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তালকীন করা	১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হয়	১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃত ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত, যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি করতে হবে	১১
অনুচ্ছেদ ঃ	চীৎকার ও শোকগাঁথা গাওয়া ব্যতীত মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা জায়িয	১৩
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের কোন অপসন্দনীয় জিনিস দেখার পর তা গোপন করা	১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া ও লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা, জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরূহ	১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশী হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা তিনের বেশী কাতার করা মুস্তাহাব	১৬
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামাযে কি পড়া হবে?	১৭
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া	২০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে আদায় করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। তবে আকস্মিক মৃত্যুতে মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা	২১
অনুচ্ছেদ ঃ	কবরের কাছে দাড়িয়ে ওয়াজ-নসিহত করা	২২
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের পক্ষ থেকে সাদাকা দেয়া ও তার জন্য দু'আ করা	২৩
অনুচ্ছেদ ঃ	জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা	২৪
অনুচ্ছেদ ঃ	যার শিশু সন্তান মারা যায় তার উচ্চতর মর্যাদার কথা	২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা এবং মহান আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা ও এসব ব্যাপারে গাফিল থাকার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী	২৬

অধ্যায়
সফরের (ভ্রমণের) শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ ঃ	বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব	২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	সফরের সংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে আমীর (নেতা) বানানো	২৯
অনুচ্ছেদ ঃ	চলা, অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার শিষ্টাচার এবং রাত্রে চলা, পশুর প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি নিজের হক পুরোপুরি আদায় করে না তাকে তা পুরোপুরি আদায় করার তাকিদ দেয়া এবং সাওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সাওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে বসানোর বৈধতা	৩০
অনুচ্ছেদ ঃ	সফর অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা	৩২
অনুচ্ছেদ ঃ	সাওয়ারীর পিঠে চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হবে	৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ	উচ্চস্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের 'আল্লাহ আক্‌বার' বলা, উপত্যকায় নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং তাক্‌বীর বলার সময় আওয়াজ বুলন্দ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা	৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ	সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব	৩৮
অনুচ্ছেদ ঃ	কোন মানুষ বা অন্য কিছুর ভয় হলে যে দু'আ পড়তে হবে	৩৮
অনুচ্ছেদ ঃ	কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দু'আ পড়তে হবে	৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ	প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অনতিবিলম্বে ঘরে ফিরা মুস্তাহাব	৪০
অনুচ্ছেদ ঃ	দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপসন্দনীয়	৪০
অনুচ্ছেদ ঃ	সফর থেকে ফিরে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে	৪১

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর নিজের মহল্লার মসজিদে থেকে শুরু করা এবং সেখানে দু'রাকা'আত নফল নামায পড় মুস্তাহাব	৪১
অনুচ্ছেদ ঃ	মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম	৪১

অধ্যায়
ফযীলতসমূহ-মর্যাদাবলী

		৪৩
অনুচ্ছেদ ঃ	পবিত্র কুরআন পাঠের ফযীলত	
অনুচ্ছেদ ঃ	কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা ভুলে যাওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করা	৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ	সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা	৪৭
অনুচ্ছেদ ঃ	কয়েকটি সূরা ও নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ দেয়া	৪৮
অনুচ্ছেদ ঃ	কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের জন্য একত্র হওয়া মুস্তাহাব	৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অযূর ফযীলত	৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ	আযানের ফযীলত	৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ	নামাযের ফযীলত	৬২
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত	৬৪
অনুচ্ছেদ ঃ	মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	৬৫
অনুচ্ছেদ ঃ	নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত	৬৮
অনুচ্ছেদ ঃ	জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত	৬৯
অনুচ্ছেদ ঃ	বিশেষ করে ফজর ও এশার জামায়াতে হাযির হওয়া	৭২
অনুচ্ছেদ ঃ	ফরয নামাযগুলো সংরক্ষণ করার নির্দেশ এবং এগুলো পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন	৭৩
অনুচ্ছেদ ঃ	কাতারের ফযীলত এবং আগের কাতারগুলো পূরা করার, সেগুলো সমান করার ও দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান না রেখে মিলে দাঁড়ান	৭৬
অনুচ্ছেদ ঃ	ফরযের সাথে সাথে সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ পড়ার ফযীলত এবং তাদের স্বল্পতম, পরিপূর্ণ ও মধ্যবর্তী সুন্নাতসমূহ	৮১
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের তাকীদ	৮২
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে হাল্কা করে পড়া এবং তাতে কি পড়া হবে ও কখন পড়া হবে	৮৩
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুক বা না পড়ুক এতে উৎসাহিত করা	৮৫
অনুচ্ছেদ ঃ	যুহরের সুন্নাত	৮৬
অনুচ্ছেদ ঃ	আসরের সুন্নাত	৮৮
অনুচ্ছেদ ঃ	মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ	৮৯
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর নামাযের সুন্নাত	৯০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘরে নফল পড়া মুস্তাহাব- তা সুন্নাতে মু'আক্কাদা হোক বা গায়ের মু'আক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা	৯০
অনুচ্ছেদ ঃ	বিত্‌রের নামাযে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিত্‌রের সুন্নাতে মু'আক্কাদা (ওয়াজিব) হবার ও তার সময়ের বর্ণনা	৯২
অনুচ্ছেদ ঃ	ইশরাক ও চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত, এর কম-বেশী ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা	৯৩
অনুচ্ছেদ ঃ	তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত না পড়ে বসে পড়া মাকরূহ, দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মু'আক্কাদা বা গায়ের মু'আক্কাদার নিয়্যতে পড়া হোক	৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অযূ করার পর দু'রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব	৯৬
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর দিনের ফযীলত ও জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রসংগ। আর জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশ্‌বু লাগানো এবং আগে-ভাগে পৌঁছে যাওয়া ও জুমু'আর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা এবং দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের বর্ণনা আর জুমু'আর নামাযের পর বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব	৯৬
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহর কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর শুকরানার সিজ্‌দা করা মুস্তাহাব	১০০
অনুচ্ছেদ ঃ	রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলত	১০১
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযানের কিয়াম তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	লাইলাতুল কাদ্‌রে কিয়াম করার ফযীলত ও সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মিস্‌ওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলত	১১২
অনুচ্ছেদ ঃ	যাকাত ওয়াজিব আদায়ের তাকিদ, এর ফযীলত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী	১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলত ও তার আনুসংগিক বিষয়সমূহ	১২২
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অর্দ্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	চাঁদ দেখে যে দু আ পড়তে হবে	১২৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	সেহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত এবং ফজরের উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সেহরী খাওয়া	১২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফ্‌তার করার ফযীলত এবং কি দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে ও ইফ্‌তারের দু'আ	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়ত বিরোধী এবং এই ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অংশকে বিরত রাখার নির্দেশ	১৩০
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসাইল	১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ	মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসগুলোতে রোযা রাখার ফযীলত	১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ	যিল-হজ্জ-এর প্রথম দশদিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলত	১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ	আরাফা ও আশুরার দিন এবং মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত	১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ	শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযাদারকে ইফ্‌তারী করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলত আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা	১৩৭

অধ্যায়
ই'তিকাফ

অনুচ্ছেদ ঃ	ইতিকাফের ফযীলত	১৩৯

অধ্যায়
হজ্জ

অধ্যায় ঃ	হজ্জ ফরয হওয়া এবং এর ফযীলত	১৪০

অধ্যায়
জিহাদ

অনুচ্ছেদ ঃ	জিহাদের ফযীলত	১৪৫
অনুচ্ছেদ ঃ	আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল যাদরকে গোসল দেয়া হবে নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি	১৭২
অনুচ্ছেদ ঃ	গোলাম ও বাঁদী আযাদ করা	১৭৪
অনুচ্ছেদ ঃ	গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করর ফযীলত	১৭৫
অনুচ্ছেদ ঃ	যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলত	১৭৬

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা	১৭৭
অনুচ্ছেদ ঃ	কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে কোমল নীতি অবলম্বন করার ফযীলত আর উত্তমরূপে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা ও তাতে কম না করা, উপরন্ত ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্য কম করা	১৭৭

অধ্যায়
ইল্‌ম-জ্ঞান

অনুচ্ছেদ ঃ	ইল্‌ম-জ্ঞানের মর্যাদা	১৮২

অধ্যায়
মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন

অনুচ্ছেদ ঃ	হামদ ও শুকুরের ফযীলত	১৮৮

অধ্যায়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম

অনুচ্ছেদ ঃ	রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার ফযীলত	১৯০

অধ্যায়
যিক্‌র আয্‌কার

অনুচ্ছেদ ঃ	যিক্‌রের ফযীলত ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা	১৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ	দাঁড়ানো , বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং হাদাস (বিনা অযূতে), জানাবাত (গোসল ফরয অবস্থায়) ও ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করার বৈধতা, তবে জুনূবী গোসল ফরয ও ঋতুমতী মহিলার জন্য কুরআন পড়া জায়িয নয়	২১০
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘুমুবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর যে দু'আ পড়তে হবে	২১১
অনুচ্ছেদ ঃ	যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত এবং হামেশাই তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মুস্তাহাব আর বিনা ওজরে এ ধরনের মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২১১
অনুচ্ছেদ ঃ	সকাল ও সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিক্‌র	২১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হবে	২১৯

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْيِيعِ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ وَالْمَكْثُ عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ

অধ্যায় ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে চলা, জানাযার নামায পড়া এবং তার দাফনের সময় উপস্থিত থাকা ও দাফনের পরে তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা।

بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٨٩٤– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮৯৪. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছিলেন রোগীকে দেখতে যাওয়ার, জানাযার পেছনে চলার, হাঁচিদানকারীর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলার, কসম পূর্ণ করার, মযলুমকে সাহায্য করার, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করার এবং সালামের ব্যাপক প্রচলন করার। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٩٥– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের ওপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে ঃ সালামের জবাব দেয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, দাওয়াত কুবল করা ও হাঁচিদানকারীর জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٨٩٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ إِنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ،أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ হে বনী আদম! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি! বান্দা জবাবে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার রোগের খবর নিব। আপনি যে বিশ্ব-জাহানের প্রভু? তিনি বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা রোগগ্রস্ত ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি জান না, তুমি যদি তার রোগের খোঁজ-খবর নিতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি! বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনাকে খাওয়াব আপনি যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক? জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তখন তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে আমার কাছ থেকে তা পেয়ে যেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনাকে পানি পান করাব। আপনি যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু? মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি! তুমি যদি তখন তাকে পানি পান করাতে তাহলে আমার কাছ থেকে তা পেতে। (মুসলিম)

٨٩٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَأَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৯৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “রোগীকে দেখতে যাও, অভুক্তকে আহার করাও এবং বন্দীদেরকে মুক্তি দাও।” (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

٨٩٨- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : جَنَاهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯৮. হযরত সাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ রাসূল! জান্নাতের খুরফা কি? জবাব দিলেন ঃ তার ফলমূল। (মুসলিম)

٧٩٩- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৯৯. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায় এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা তার জন্য দু'আ না করে,আর সন্ধ্যে বেলা কোন রোগীকে দেখতে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা দু'আ না করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

٩٠٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯০০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন একটি ইয়াহূদী ছেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদ্‌মত করতো। (একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন। তারপর তাকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার বাপের দিকে তাকালো। তার বাপ তার কাছেই ছিল। সে (তার বাপ) বললো ঃ আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য কর সে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বের হলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ مَايُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নব্যক্তির জন্য দু'আ করার ভাষা।

٩٠١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْبُعِهِ هٰكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِيْ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের ব্যাপারে অভিযোগ করতো অথবা তার শরীরে কোন ফোঁড়া বা জখম হতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আঙ্গুল দিয়ে এমন করতেন। এই বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রা) নিজের শাহাদাত অঙ্গুলী যমীনের ওপর রাখতেন তারপর তাকে উঠালেন এবং বললেন (এই দু'আ পড়লেন) "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতে বাদিনা ইউশ্ফা বিহী সাকীমুনা বিইযনি রাব্বিনা –আল্লাহর নামে শুরু করছি, আমাদের এ পৃথিবীর মাটি আমাদের অনেক লোকের মুখ নিঃসৃত লালা মিশ্রিত, আমাদের রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্তি লাভ করুক আমাদের রবের নির্দেশে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠٢- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُوْدُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার ওপর ডান হাত বুলাতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল্ বা'স্ ওয়া আশ্ফি আনতাশ শাফী, লা-শিফাআ ইল্লা শিফাইুকা শিফাআন লা-ইউগাদিরু সাকামা –হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগমুক্তি দান কর, তুমিই রোগ-মুক্তি দানকারী, তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগ-মুক্তি কার্যকর নয়– যা কোন রোগকে ছাড়ে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ : أَلَا أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

৯০৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাবিত (রা) বলেন ঃ তোমাকে কি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঝাঁড়ফুঁক করেছিলেন সেই ঝাঁড়ফুঁক করবো না? হযরত সাবিত (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ,করুন। আনাস (রা) বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল্ বা'স্ ইশ্ফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাইুকা শিফাআন লা-ইউগাদিরু সাকামা" –হে আল্লাহ মানুষের প্রভু! রোগ থেকে মুক্তিদান কর, তুমি ছাড়া রোগ থেকে মুক্তিদান করার আর কেউ নেই, এমন রোগ যার পর আর কোন রোগ থাকে না।" (বুখারী)

٩٠٤– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৯০৪. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার অসুস্থাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে গেলেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর! হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর! হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর!"। (মুসলিম)

٩٠٥– وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِىْ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৯০৫. হযরত আবদুল্লাহ উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজর শরীরে যে ব্যথা অনুভব করছিলেন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে নিজের হাতটি রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' পড়। তারপর সাতবার এ দু'আটি পড়,"আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" –আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরাতের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্ট থেকে যাকে আমি পাচ্ছি এবং যার আধিক্যকে আমি ভয় করি।" (মুসলিম)

٩٠٦– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلَهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৯০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে বক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যু নিকটবর্তী নয় (বলে মনে হয়) তারপর তা র কাছে সাতবার এবাক্যটি বলে ঃ "আসআলুল্লাহাল আযীমা রাব্বাল আরশিল আযীম আঁই ইয়াশফিয়াকা ইল্লা আফাহুল্লাহু মিন যালিকাল মারাদ –বিশাল আরশের প্রভু মহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি। তিনি তোমাকে রোগ-মুক্তি দান করুন"। তবে আল্লাহ তাকে সেই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৯০৭– وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি তার অসুস্থাবস্থায় দেখতে গিয়েছিলেন। আর তিনি যখনই কোন অসুস্থকে দেখতে যেতেন তখনই বলতেন ঃ "লা বা'সা তাহুরুন ইনশাআল্লাহ" –কোন চিন্তা নেই, ইনশাআল্লাহ এ রোগ গুনাহ থেকে পাক করবে। (বুখারী)

৯০৮– وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯০৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনার কি কোন রোগের অভিযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। জিব্‌রীল এ দু'আ পড়লেন ঃ 'বিসমিল্লাহ আরকীকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইন হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফাকা, বিসমিল্লাহি আরকীকা –আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাঁড়ফুঁক করিছ এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট ও হিংসুকের নযর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগ-মুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাঁড়-ফুঁক করছি।" (মুসলিম)

৯০৯– وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ : يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِيْ لاَ شَرِيْكَ لِيْ وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ

www.BANGLAKITAB.com

وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ وَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِيْ وَكَانَ يَقُوْلَ : مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯০৯. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে সাক্ষ্য দনে যে তিনি বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তার প্রভু তার ও কথাগুলোকে সত্যতার স্বীকৃতি দেন। তারপর বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ । আর যখন যেস বলে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু" –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনশরীক নেই, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,আমি একক , আমার কোন শরীক নেই। আবার যখন সে বলে "লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু" –আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব তাঁর্ই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, প্রশংসা সমস্ত আমারই জন্য এবং রাজত্ব আমারই। আর যখন সে বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"–আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা আমার পক্ষ থেকে ছাড়া সম্ভব নয়। আর তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রোগের মধ্যে এ কথাগুলো বলে তারপর মারা যায়, আগুন (দোযখের আগুন) থাকে খাবে না। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ سُؤَالِ أَهْلِ الْمَرِيْضِ عَنْ حَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব।

٩١٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْعِهِ الَّذِيْ تُوَفِّيَ فِيْهِ ، فَقَالَ النَّاسَ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোগ শয্যা থেকে বের হলেন, যে রোগে তিনি ইন্‌তিকাল করেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা কেমন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর অবস্থা ভালো। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ مَايَقُوْلُهُ مَنْ اَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার কি বলা উচিত।

٩١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدُ إِلَى يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯১১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি আমার গায়ে হেলান দিয়ে বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়ালহিক্‌নী বির্ রফীকিল আলা" –হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমর ওপর রহম করুন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সাথে মিলিয়ে দিন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٢- وَعَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯১২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তখন তাঁর ওপর মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল। তাঁর সামনে একটি পেয়ালা ছিল, তাতে পানি ভরা ছিল। তিনি পেয়ালার মধ্যে হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন তারপর (হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে চেহারা মুবারক মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেনঃ হে আল্লাহ ! মৃত্যুর কাঠিন্য ও তার কষ্টের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ الْمَرِيْضِ وَمَنْ يَخْدُمُهُ بِالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ وَاحْتِمَالَهُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَشُقُّ مِنْ اَمْرِهِ وَكَذَا الْوَصِيَّةَ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبَ مَوْتِهِ بِحَدٍّ اَوْقِصَاصٍ نَحْوُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদেমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়্যত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃত্যু নিকটবর্তী তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার অসিয়্যত।

٩١٢- عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا

www.BANGLAKITAB.com

فَأَقْمَهُ عَلَى فَدَاعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِى بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৩. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনীয়া গোত্রের একটি মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলো। মেয়েটি যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন কাজ করেছি যার ফলে আমার ওপর 'হদ্দ' (অপরাধের দণ্ড) জারী হতে পারে, কাজেই আমার ওপর 'হদ্দ' জারী করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডাকলেন। তাকে বললেন ঃ এ মহিলার প্রতি ইহ্‌সান কর এবং তার সন্তান জন্ম নেবার পর তাকে আমার কাছে আন। সে ব্যক্তি তেমনটি করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর হদ্দ জারী করার হুকুম দিলেন। তার গায়ের পোশক শক্ত করে বাধা হলো। তারপর 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) করা হলো। তার পর তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। (মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرِيْضِ أَنَا وَجِعٌ شَدِيْدُ الْوَجَعِ أَوْ مَوْعِدُكَ أَوْوا رَأْسَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَبَيَانِ اَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيْ ذَلِكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّسْخُطِ وَإِظْهَارِ الْجَزْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর একথা বলার অনুমতি আছে ঃ আমার ব্যথা করছে বা ভীষণ ব্যথা করছে অথবা আমার জ্বর বা হায় আমার মাথা গেলো! ইত্যাদি। বিরক্ত হয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে না বললে এ কথা বলা অপসন্দনীয় নয়।

٩١٤- عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ أَجَلْ إِنِّى أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত রেখে বললাম ঃ আপনার তো ভীষণ জ্বর। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক, আমার জ্বর এত বেশী হয় যেমন তোমাদের দু'জন লোকের। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٥- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِى مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ : بَلَغَ بِىْ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَتِى ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৯১৫. হযরত সাদ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কঠিন ব্যথায় ভুগছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললামঃ আমার যা (কষ্ট) হচ্ছে আপনি দেখছেন। আমি সম্পদশালী। আমার মেয়েটি ছাড়া আর কোন ওয়ারিস নেই। এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٦– وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : وَارَأْسَاهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯১৬. হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেনঃ 'হায় আমার মাথায় ব্যথা"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বরং বলো, আমি বলছি, হায়, আমার মাথার ব্যথা! এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। (বুখারী)

بَابُ تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضِرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন করা।

٩١٧– عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ -

৯১৭. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ ও হাকিম)

٩١٨– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মরণোম্মুখী ব্যক্তিদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 'র তালকীন কর। (মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হয়।

٩١٩– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ

www.BANGLAKITAB.com

دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালামার (তাঁর স্বামী) কাছে এলেন। তখন আবু সালামার চোখ নিথর হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ "রূহ্ যখন কবজ হয়ে যায়, তার সাথে দৃষ্টি শক্তিও চলে যায়।" আবু সালামার ঘরের লোকেরা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কোন দু'আ করো না। কারণ তোমরা যা কিছু মুখ থেকে বের কর ফিরিশ্‌তারা তা শুনে 'আমীন' বলে। তারপর বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আবু সালামাকে মাগফিরাত দান কর, যারা হিদায়াত লাভ করেছে তাদের মধ্যে তার দরজা বুলন্দ কর এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্য থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে বিশ্বজাহানের মালিক! আমাদের ও তার গুনাহ মাফ করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা নূরে ভরপুর দাও।" (মুসলিম)

بَابُ مَايُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত, যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি বলা হবে।

٩٢٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ ؛ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلَهُ وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِيَ اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِيْ مِنْهُ : مُحَمَّدًا ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا : إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ عَلَى الشَّكِّ ، وَ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ الْمَيِّتَ بِلَا شَكٍّ -

৯২০. হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে গেলে ভাল কথা বলবে। কারণ তোমরা যা কিছু বল ফিরিশতারা তা শুনে 'আমীন' বলে। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আবু সালামার ইন্‌তিকালের পর আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করেছেন। তিনি বললেন ঃ বল, হে আল্লাহ! আমাকে ও আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং এর বদলে আমাকে

www.BANGLAKITAB.com

ভাল প্রতি ফল দান কর। আমি তাই বললাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার চাইতে ভাল স্বামী দান করলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করলেন।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি নিম্নোক্তভাবে রিওয়ায়েত করেছেন ঃ যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে হাযির হও (সন্দেহ সহকারে) । আর আবু দাউদ ও অন্যেরা 'মৃত' শব্দটি সন্দেহ ব্যতিতই বর্ণনা করেছেন।

٩٢١- وَعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اَوْ جُرْنِى فِى مُصِيْبَتِى وَاخْلُفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِى مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّى أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ أَمَرَنِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِى خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯২১. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ওপর কোন বিপদ আসে এবং সে বলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবাতী ওয়াখলুফলী খাইরান মিনহা" –আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সাওয়াব দান করুন এবং যা হারিয়ে গেছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করুন।" – কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে তার বিপদের প্রতিদান দেন না এবং সে যা কিছু হারিয়েছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দেন না। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আবু সালামা যখন মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যেমনটি হুকুম করেছিলেন আমি তেমনটি বললাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করলেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামী হিসেবে দান করলেন। (মুসলিম)

٩٢٢- وَعَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ فَيَقُوْلُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدِى فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : اَبْنُوْا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ؛ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৯২২. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন (মুসলমান) বান্দার ছেলের ইন্‌তিকাল হয়, মহান আল্লাহ ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার ছেলেকে নিয়ে নিয়েছে ? ফিরিশ্‌তারা বলেনঃ হ্যাঁ, মহান

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তার হৃদয় পুষ্পটি ছিনিয়ে নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা কি বললো? ফিরিশ্‌তারা বলেন ঃ (আপনার বান্দা) আপনার প্রশংসা করল ও 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য 'বাইতুল হাম্‌দ' নামে জান্নাতে একটি মহল তৈরী করে দাও। (তিরমিযী)

٩٢٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোন প্রতিদান নেই, যখন আমি দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে তার প্রিয় বস্তু কেড়ে নিই এবং সে তার ওপর সবর করে। (বুখারী)

٩٢٤- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوْ أَبْنًا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ : ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৪. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদদাতা পাঠালেন তাঁকে ডাকার ও এ খবর দেয়ার জন্য যে, তাঁর বাচ্চা বা ছেলে মরণোম্মুখ। তিনি সংবাদদাতাকে বললেন ঃ ফিরে গিয়ে তাকে জানাও, মহান আল্লাহর জন্য সে জিনিসটি, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং তাও তাই জন্য যা তিনি দিয়েছেন আর তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তাকে সবর করারও আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়াব লাভের আশা করার নির্দেশ দাও। তারপর সমগ্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَنِيَاحَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ চীৎকার ও শোক গাঁথা গাওয়া ব্যতিত মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা জায়িয।

٩٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ

www.BANGLAKITAB.com

مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكَوْا ؛ فَقَالَ : أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا أَوْ يَرْحَمُ ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন উবাদার অসুস্থাবস্থায় তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ। (সা'দ ইব্ন উবাদার নাজুক অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদছেন, তখন তাঁরাও কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি শুনছো না? চোখের অশ্রুপাত ও হৃদয়ের শোক প্রকাশের কারণে আল্লাহ আযাব দেন না বরং তিনি এই এটার জন্য আযাব দেন বা রহম করেন। এই বলে তিনি নিজের জিভের দিকে ইংগিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٢٦- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৬. হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তাঁর মেয়ের শিশু পুত্রকে আনা হল। সে সময় তার মৃত্যু-কষ্ট হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি? তিনি জবাব দিলেন ঃ এটা হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যারা রহম করে তাদের ওপর তিনি রহম করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٢٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ

www.BANGLAKITAB.com

يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يُرْضِى رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمَ لَمَحْزُوْنُوْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯২৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা) কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল। অবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও (কাঁদছেন)? জবাব দিলেন ঃ হে আউফের পুত্র, এটা হচ্ছে রহমত। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবার অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়,তবে আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথা বলি যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত! (বুখারী)

بَابُ الْكَفِّ عَنْ مَا يُرَى مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَكْرُوْهٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের কোন অপসন্দনীয় জিনিস দেখার পর তা গোপন করা।

٩٢٨- وَعَنْ أَبِى رَافِعٍ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْحَاكِمُ -

৯২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি আসলাম (রা) বর্ণনা করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করালো তারপর তার দোষ গোপন করলো, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার মাগফিরাত দান করবেন।" (হাকেম)

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَشْيِيْعِهِ وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ وَكَرَاهَةِ إِتِّبَاعِ النِّسَاءِ وَالْجَنَائِزِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া ও লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা। জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরূহ।

٩٢٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ : وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

৯২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় হাযির হলো এমনকি তার ওপর নামাযও পড়া হল, সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করল আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হলো, এমনকি তাকে দাফন করে দেয়া হল সে দুই কীরাত সাওয়াব পেল।" জিজ্ঞেস করা হল ঃ দুই কীরাত কি? জবাব দিলেন ঃ দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান। (বুখারী ও তিরমিযী)

٩٣٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরো বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলনানের জানাযার পেছনে চলবে এবং তার সাথে থাকবে, এমনকি তার ওপর নামায পড়া হবে এবং তার দাফন কাজ শেষ করবে, সে দুই কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রত্যেকটি কীরাত হবে একটি পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি মৃত্যের জানাযা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে আসবে, সে এক কীরাত নিয়ে ফিরবে । (বুখারী)

٩٣١- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৩১. হযরত উম্মে আতীয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাদের জানাযার পেছনে চলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ إِسْتِحْبَابِ تَكْثُرِ الْمُصَلِّيْنَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَجَعَلَ صُفُوْفَهُمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশী হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা তিনের বেশী কাতার করা মুস্তাহাব।

٩٣٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৩২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল শরীক হয়, যাদের সংখ্যা একশ' পৌঁছে যায়, তারা সবাই তার জন্য শাফায়াত করে আর এ ব্যাপারে তাদের শাফায়াত কবুল করা হয় না। অর্থাৎ শাফায়াত কবুল হয়। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٩٣٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَيُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি ঃ এমন চল্লিশ জন লোক যদি কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না সেই মৃতের পক্ষে আল্লাহ তাদের শাফা'য়াত কবুল করে নেন। (মুসলিম)

٩٣٤- وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ ، فَقَدْ أَوْجَبَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৯৩৪. হযরত মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়াযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা) যখন কারো জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা কম মনে করতেন তখন লোকদেরকে তিন সারিতে দাঁড় করাতেন। তারপর বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন সারি লোক যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে কি পড়া হবে?

٩٣٥- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

৯৩৫. হযরত আবু আবদুর রহমান আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়েন। আমি তাঁর দু'আটি মুখস্ত করে রেখেছি। তিনি দু'আ করলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া আফিহি ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মা-য়ে ওয়াস সালজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্‌রিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্‌কাইতাস সাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসে,ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্‌না খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি ওয়া আদ্‌খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ'ইযহু মিন' আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন্নার –হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে এবং তার ওপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর ও তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত কর, তার গুনাহকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমন ভাবে পরিস্কার করে দাও যেমন তুমি পরিস্কার করে দাও সাদা কাপড়কে গোনাহ থেকে, তার ঘরের চাইতে ভাল ঘর তাকে দান কর, আর পরিজনদের চাইতে ভালো পরিজন তাকে দান কর,তার স্ত্রী চাইতে ভাল স্ত্রী তাকে দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে সংরক্ষিত রাখ। (মুসলিম)

٩٣٦– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ قَتَادَةَ وَأَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبُوْهُ صَحَابِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا ، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯৩৬. হযরত আবু হুরায়রা, আবু কাতাদা ও আবু ইব্‌রাহীম আশহালী তাঁর পিতা (যিনি সাহাবী ছিলেন) (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে নিম্নোক্ত দু'আ করেছেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়েতিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়াউনসানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়েবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্ইহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহু" –হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে আছে, যারা মরে গেছে, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ, যারা নারী, যারা উপস্থিত ও যারা অনুপস্থিত তাদের সবার গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যাদের তুমি বাঁচিয়ে রাখ তাদের ইসলামের ওপর বাঁচিয়ে রাখ। আর আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাদের মৃত্যু দান কর তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর মৃত্যুর পর আমাদের ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٩٣٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলথে শুনেছি ঃ তোমরা কোন মৃতের জানাযার নামায পড়লে তার জন্যে খালিস দিলে দু'আ কর। (আবু দাউদ)

٩٣٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ الْجَنَازَةِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَّتِهَاجِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ ، فَاغْفِرْلَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জানাযার নামাযের ব্যপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানাযার নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতা রাববুহা, ওয়া আনতা খালকতাহা, ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলাম, ওয়া আন্‌তা কাবাযতা রূহাহা, ওয়া আনতা আ'লামু বিসির্‌রিহা ওয়া আলানিনিয়াতিহা, জি'নাকা শুফা'আআ লাহু ফাগ্‌ফির লাহু" –হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু-প্রতিপালক, তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছ, তুমিই তার রূহ কব্‌য করেছ এবং তার গোপন প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) তুমিই ভাল জান। আমরা জার শাফা'আতের জন্য তোমার কাছে এসেছ কাজেই তাকে মাগফিরাত দান কর। (আবু দাউদ)

٩٣٩- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِى ذِمَّتِكَ وَحَبْلَ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ؛ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৯। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আশ্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে একজন মুসলমানের জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এই দু'আ পড়তে শুনলাম। "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানা ইব্‌ন ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলে জাওয়ারিক ফাকিহি ফিতনাতাল কাবরি ওয়া আযাবান নার, ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফায়ে ওয়াল হামদ্‌। আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌ লাহু ওয়ার হামহু, ইন্নাকা আনতাল গারুরুর রাহীম" –হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার জিম্মা ও নিরাপত্তার বাঁধনে আবদ্ধ, তাকে কবরের ফিত্‌না ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। তুমি বিশ্বাস ও প্রশংসার পাত্র। হে আল্লাহ! একে মাফ করে দাও এবং এর ওপর রহম কর। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আবু দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

٩٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُوْاثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَزِيْدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ، أَوْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ رَوَاهُ الْحَاكِمُ ـ

৯৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের মেয়ের জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর বললেন। তারপর দু'টি তাক্‌বীরের মাঝখানে যতটুকু সময় যায় চতুর্থ তাক্‌বীরের পর ততটুকু সময় দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মেয়ের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটিই করতেন।

অন্য এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে ঃ তিনি চারচার তাক্‌বীর দেন এবং তারপর এত সময় দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে আমি মনে করিছলাম তিনি বুঝি আবার পঞ্চম তাক্‌বীর দেবেন। তারপর তিনি ডাইনে ও বামে সালাম ফেরান। নামায পড়ে যখন তিনি ফিরে এলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমনটি করতে দেখেছি তার ওপর একটুও বৃদ্ধি করিনি। অথবা (তিনি বললেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এভাবেই করতে দেখেছি। (হাকিম)

بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া।

٩٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৯৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ জানাযা দ্রুত নিয়ে যাও। যদি তা সৎব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা কল্যাণময়, তার দিকে তা পৌছিয়ে দাও। আর যদি তা এছাড়া অন্য ব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা অকল্যাণ, তাকে তোমরা নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٩٤٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانَ لَصَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন জানাযা প্রস্তুত করে রাখা হয় তারপর লোকেরা তাকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়, যদি তা নেক লোকের জানাযা হয়, তাহলে বলতে থাকে ঃ আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যের দিকে নিয়ে চল। আর যদি তা অসৎ ও বদ্‌কার লোকের জানাযা হয়, তাহলে তার পরিজনদের বলতে থাকে ঃ হায় সর্বনাশ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। আর যদি মানুষ সে আওয়াজ শুনত, তাহলে বেহুশ হয়ে যেত। (বুখারী)

بَابُ تَعْجِيْلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى تَجْهِيْزِهِ إِلاَّ أَنْ تَمُوْتَ فَجَاةً فَيُتْرَكُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَه

অনুচ্ছেদঃ মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে আদায় করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। তবে আকস্মিক মৃত্যুতে মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

٩٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ঋণের কারণে মু'মিনের আত্মা ঝুলে থাকে (জান্নাতের প্রবেশ পথে) তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।" (তিরমিযী)

٩٤٤- وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ : إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَاذِنُوْنِي بِهِ وَعَجِّلُوْا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৪৪. হযরত হুসাইন ইব্‌ন ওয়াহ্‌য়াহ (রা) বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনুল বারা (রা) পীড়িত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

তালহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, এছাড়া তার সম্পর্কে আমি কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। আর তাঁর দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবে। কারণ মুসলমানের লাশ তার পরিববারবর্গের কাছে আটকে রাখা উচিত নয়। (আবু দাউদ)

بَابُ الْمَوْعِظَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াজ নসিহত করা।

٩٤٥– عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ : إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৯৪৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একটি জানাযার ব্যাপারে বাকীউল গারকাদের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে ছিল একটি মাথা বাঁকা ছড়ি। তিনি মাথা ঝুঁকালেন এবং ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জাহান্নামে বা জান্নাতে লিখে দেয়া হয়নি।" লোকেরা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা আমাদের লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিত হই না কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ "কাজ করে যাও। কারণ প্রত্যেকের জন্য সেটি সহজ করে দেয়া হয়েছে যার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে।" তারপর হাদীসটি পুরো বর্ণনা করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالْقُعُوْدِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً لِلدُّعَاءِ لَهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দাকে দাফন করার পর তার জন্য দু'আ করা এবং দু'আ ইস্তিগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ বসা।

٩٤٦– عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَقِيْلَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ : أَبُوْ لَيْلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৯৪৬. হযরত আবু আম্‌র (তাঁর ডাক নাম) আবু আবদুল্লাহ বা আবু লাইলা উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুর্দাকে দাফন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ "তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্‌তিগফার কর এবং জবাবদিহির সময় যেন যে দৃঢ়পদ থাকে সেজন্য দু'আ কর। কারণ এই মুহূর্তেই তাকে প্রশ্ন করা হবে।" (আবু দাউদ)

٩٤٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ ، فَأَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৪৭. হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (নিজের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে) বললেন আমাকে দাফন করে দেবার পর তোমরা আমার কবরের পাশে একটি উট যবেহ্ করে তার গোশ্‌ত বিলি করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পর্যন্ত দাঁড়াও। এভাবে আমি তোমাদের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে পারবো এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জবাব দিতে হবে তার আমি জেনে নিতে পারবো। (মুসলিম)

بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءُ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে সাদাকা দেয়া ও তার জন্য দু'আ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ [الحشر : ١٠]

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব। আমাদের ক্ষমা করে দাও আর আমাদের ভাইদেরকেও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ১০)

٩٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৪৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, "আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। আর আমার মনে হচ্ছে, তিনি কথা বলতে পারলে দান করতেন। এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন।"? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ'। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٩٤٩- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তখনো জারী থাকে। সে তিনটি হচ্ছে ঃ সাদাকায়ে জারীয়া, অথবা এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায়, অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা।

٩٥٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের একটি দল একটি জানাযার কাছ দিয়ে গেলেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তি প্রশংসা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তারপর এ দলটি আর একটি জানাযার পাশ দিয়ে গেলেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাব দিলেন ঃ এই যে মৃতের তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে মৃতের তোমরা দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥١- وَعَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِىْ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِىْ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ :وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِىْ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ : قَالَ أَبُوْ

www.BANGLAKITAB.com

الأَسْوَد فَقُلْتُ :وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৯৫১. হযরত আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় এলাম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কাছে বসলাম। সেখান থেকে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ ‘ওয়াজিব হয়ে গেছে।” এরপর আর একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। সেই মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে।” তারপর তৃতীয় একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। সেই (তৃতীয়) মৃত ব্যক্তিটির দুর্ণাম করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ “ওয়াজিব হয়ে গেছে।” আবুল আসওয়াদ (র) বলেন, আমি বললাম, “হে আমীরুল মু’মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে?” তিনি জবাব দিলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন আমি তোমাদের তেমনিটই বলছি ঃ ‘যে কোন মুসলমানের সদগুণাবলীর সাক্ষ্য দিবে চারজন লোক আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” আমরা বললাম ঃ ‘যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়” জবাব দিলেন ঃ তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম ঃ ‘যদি দু’জন সাক্ষ্য দেয়? ‘জবাব দিলেন ঃ ‘দু’জন সাক্ষ্য দিলেও।’ এরপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যার শিশু সন্তান মারা যায় তার উচ্চতর মর্যাদার কথা।

٩٥٢– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৯৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান এমন নেই যার তিনটি সন্তান বালিগ হবার আগেই মারা যায় আর আল্লাহ তাঁর রহমতের মাহাত্মগুণে ঐ সন্তানদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥٣– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

www.BANGLAKITAB.com

৯৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। তবে কসম পূরা করার জন্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥٤- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ : اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫৪. হরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা তো আপনার হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছে। কাজেই আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারিত করুন। সে সময় আপনার কাছে এসে আমরা আপনার থেকে এমন সব জিনিস শিখবো যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, "তোমরা অমুক অমুক দিন সমবেত হও।"। "কাজেই সেই মহিলারা সমবেত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাকে যা শিখিয়েছেন তিনি তাদেরকে তা শিখিয়েছেন। তারপর বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কোন মেয়ে নেই যার তিনটি সন্তান ইতিপূর্বে মারা গেছে আর তারা তার জাহান্নামের পথে অন্তরাল সৃষ্টি করবে না।" একজন স্ত্রীলোক বললেন ঃ "আর যদি দুটি হয়?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'আর যদি যদি দুটি হয় তবুও। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ الْمُرُوْرِ بِقُبُوْرِ الظَّالِمِيْنَ وَمَصَارِعِهِمْ وَاِظْهَارِ الْاِفْتِقَارِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা এবং মহান আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা ও এ সব ব্যাপারে গাফিল থাকার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী।

٩٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَعْنِى لَمَّا وَصَلُوْا الْحِجْرَ : دِيَارَ ثَمُوْدَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ

www.BANGLAKITAB.com

أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَيُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْابَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ -

৯৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সামূদ জাতির এলাকায় হিজ্‌র এলাকায় হিজ্‌র নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর সাহাবাগণকে বললেন ঃ "তোমরা ঐ আযাবপ্রাপ্ত লোকদের কাছে যেও না, তবে হ্যাঁ কান্নাকাটি করতে করতে যেতে পার। যদি তোমরা কান্নাকাটি করতে না পার তাহলে তাদের ওখানে প্রবেশ করো না। কারণ এ অবস্থায় তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজ্‌র নামক স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন ঃ "যে সব লোক নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। এভাবে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হতে পারে। তবে হ্যাঁ কান্নারত অবস্থায় তোমরা সে স্থানটি অতিক্রম করতে পার।" তারপর তিনি নিজের মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন এবং সাওয়ারী দ্রুত চালিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِ

অধ্যায় ঃ সফরের (ভ্রমণের) শিষ্টাচার

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْخُرُوْجِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব।

٩٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ.

৯৫৬. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পসন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব কমই বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া অন্য দিন সফরে বের হতেন।

٩٥٧- وَعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا » وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৫৭. সাহাবী হযরত সাখ্র ইবন ওয়াদাআহ আল-গামেদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান কর।" আর তিনি যখনই কোন ছোট বা বড় সেনাদল প্রেরণ করতেন, তাদেরকে দিনের প্রথম ভাগে প্রেরণ করতেন। হযরত সাখ্র (রা.) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিজের ব্যবসায় পণ্য দিনের প্রথম অংশে পাঠাতেন। ফলে তাঁর ব্যবসা সমৃদ্ধ হয় এবং তাঁর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرُّفْقَةِ وَتَأْمِيْرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيْعُوْنَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে আমীর (নেতা) বানানো।

৯৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরের মধ্যে কি কি ক্ষতি আছে সে সম্পর্কে আমি যা জানি যদি লোকেরা তা জানত, তাহলে কোন সাওয়ার (ভ্রমণকারী) রাতে একাকী সফর করতো না। (বুখারী)

৯৫৯- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

৯৫৯. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর (আমরের) দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন সাওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান (শয়তানের মতো), দু'জন সাওয়ার দু'টি শয়তান আর তিন জন সাওয়ার হচ্ছে কাফিলা। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

৯৬০- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬০. হযরত সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন জন সফরে বের হলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা উচিত। হাদীসটি হাসান। (আবূ দাঊদ)

৯৬১- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাথী হচ্ছে চারজন। সর্বোত্তম ছোট সেনাদল হচ্ছে চারশ' জনের সেনাদল। আর সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হচ্ছে চার হাজার জনের সেনাদল। আর বারো হাজারের সেনাবাহিনী কখনো তার (বাহ্যিক) স্বল্পতার অভাবের কারণে পরাজিত হতে পারে না। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ آدَابِ السَّيْرِ وَالنُّزُوْلِ وَالْمَبِيْتِ وَالنَّوْمِ فِىْ السَّفَرِ وَاسْتِحْبَابِ السُّرِى وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِ وَمُرَاعَاةِ مُصْلِحَتِهَا وَامْرِ مِنْ قَصَّرِ فِى حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا وَجَوَازِ الْاِرْدَافِ عَلَى الدَّابَةِ اِذَا كَانَتْ تَطِيْقُ ذَلِكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ চলা, অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার শিষ্টাচার এবং রাত্রে চলা, পশুর প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি নিজের হক পুরোপুরি আদায় করে না তাকে তা পুরোপুরি আদায় করার তাকিদ দেয়া এবং সাওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সাওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে বসানোর বৈধতা।

٩٦٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوْا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্যামলাচ্ছাদিত ভূমিতে সফর করলে উটকে জমিতে তার অংশ দেবে, (চরতে দেবে) আর অনুর্বর ও অনাবাদী জমিতে সফর করার সময় দ্রুত সফর করবে, যাতে তাদের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। রাত্রি যাপন করতে চাইলে চলার পথ থেকে সরে যাও। কারণ রাত্রে পথদিয়ে চতুষ্পদ জন্তুরা চলাচল করে এবং সেখানে কীট ও সরীসৃপের আবাস। (মুসলিম)

٩٦٣- وَعَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৩. হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে অবস্থান করতেন, তখন তিনি ডান কাতে শয়ন

www.BANGLAKITAB.com

করতেন। আর যখন সকাল হবার পূর্ব মুহূর্তে কোথাও অবস্থান করতেন, তখন নিজের হাত খাড়া করে নিতেন এবং হাতের তালুর ওপর মাথা রাখতেন। (মুসলিম)

٩٦٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَىٰ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা রাত্রে সফর করা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ রাতে যমীনকে গুটিয়ে নেয়া হয়।" (আবূ দাউদ)

٩٦٥- وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِيْ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ! » فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৫. হযরত সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা (সফর অবস্থায়) কোন মনযিলে অবতরণ করলে, (সাধারণত) গিরিপথ বা উপত্যকাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এইসব গিরিপথ ও উপত্যকাগুলিতে তোমাদের বিচ্ছিন্নভাবে চড়িয়ে পড়া আসলে শয়তানের কারসাজি।" এরপর থেকে সাহাবা কিরাম কোথাও অবতরণ করলে, তাঁরা পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন। (আবূ দাউদ)

٩٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو وَقِيْلَ سَهْلِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ؛ فَقَالَ : « اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৬. হযরত সাহ্ল ইব্ন আম্র, আর বলা হয়ে থাকে তিনি 'সাহল ইব্ন রাবী' ইব্ন আম্র আনসারী, যিনি 'ইবনুল হানযালীয়াহ' নামে প্রসিদ্ধ এবং তিনি বাইয়াতুর রিদ্ওয়ান এ অন্তর্ভুক্ত, (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন। উটটির পিঠটি তার পেটের সাথে ঠেকে গিয়েছিল (অনাহারের কারণে) তিনি বললেনঃ এই বাকহীন পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কাজেই সুস্থ ও সবল অবস্থায় এদের পিঠে সাওয়ার হও আর সুস্থ অবস্থায় এদেরকে আহার কর। (আবূ দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

٩٦٧- وَعَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. يَعْنِيْ : حَائِطَ نَخْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৭. হযরত আবু জাফর আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাওয়ারীর ওপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমার কানে কানে একটি কথা বললেন। কথাটি আমি কাউকে বলবো না। আর রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় যে জিনিস দ্বারা পর্দা বা আড়াল করা পসন্দ করতেন তা হল দেয়াল বা খেজুরের ডাল বা ঝোপ। (মুসলিম)

٩٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

৯৬৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সফরে আমরা কোন মনযিলে অবতরণ করলে হাওদা না খোলা পর্যন্ত নামায পড়তাম না। (আবূ দাউদ)

بَابُ إِعَانَةِ الرَّفِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা।

فِيْ الْبَابِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ تَقَدَّمَتْ كَحَدِيْثِ : « وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ » وَحَدِيْثُ : « كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ » وَأَشْبَاهِهِمَا.

এই অনুচ্ছেদের আওতায় ইতিপূর্বে অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ঃ " মহান আল্লাহ্ বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করে"। এবং " প্রত্যেকটি সৎকাজই একটি সাদাকা"। আর এ ধরণের আরো বিভিন্ন হাদীস।

٩٦٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى رَأَيْنَا : أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৬৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা সফরে ছিলাম এমন সময় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তার সাওয়ারীর পিঠে চড়ে এলো। সে তার চোখ ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ " যে ব্যক্তির কাছে একটির বেশী সাওয়ারী আছে, তার সেটি (অতিরিক্ত সাওয়ারীটি) এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার একটিও সাওয়ারী নেই। আর যে ব্যক্তির কাছে খাদ্য অতিরিক্ত আছে তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার কাছে কোন খাবার নেই।" এরপর তিনি বিভিন্ন ধরণের সম্পদের কথা বলতে লাগলেন। এমন কি আমরা মনে করতে থাকলাম কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ওপর তার কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

٩٧٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ يَعْنِي أَحَدِهِمْ. قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৭০. হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি যুদ্ধের সংকল্প করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে মুহাজির ও আনসারগণ! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে যাদের কোন অর্থ-সম্পদ নেই এবং কোন জাতি-গোষ্ঠিও নেই। তোমাদের প্রত্যেকে দু'জন ও তিনজন লোক নিজেদের সাথে শামিল কর। কারণ আমাদের কারোর এমন কোন সাওয়ারী নেই, যা তারা নিয়ে যাচ্ছে, তবে পালাক্রমে সাওয়ার হবার (সুযোগ রয়ে গেছে)। হযরত জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি নিজের সাথে দু'জন বা তিনজনকে শামিল করে নিলাম। আমার উটের পিঠে তাদের একজনের মত আমি পালাক্রমে সাওয়ার হতাম। (আবূ দাউদ)

٩٧١- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْا لَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৭১. হযরত জাবির (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পিছনে চলতেন, যাতে দুর্বল সাওয়ারীদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলে তাকে নিজের পিছনে সাওয়ার করিয়ে নিতে এবং তার জন্য দু'আ করতে পারেন। (আবূ দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَكَبَ الدَّابَّـةَ لِلسَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর পিঠে চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ. لِتَسْتَوُا عَلٰى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. (الزخرف : ١٢ ، ١٤)

"আর তৈরী করেছেন তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ প্রাণী যাদের ওপর তোমরা আরোহণ, যাতে তোমরা তার পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস, আর বল, পবিত্র ও মহান হচ্ছেন সে সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা একে বশীভূত করার ছিলাম না আর আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে।" - (সূরা যুখ্‌রুফ ১২-১৪)

٩٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ » وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ : « آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য উটের পিঠে সাওয়ার হতেন, তখন তিনবার তাক্‌বীর (আল্লাহ্ আক্‌বর) পড়তেন তারপর বলতেন ঃ "সুব্‌হানাল্‌লাযী সাখ্‌খরা লানা হা-যা ওয়া মাকুন্না লাহু মুক্‌রিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন কালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্‌রা ওয়াত্ তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তারযা। আল্লাহুম্মা হাওয়েন আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্‌বি আন্না বু'দাহ্। আল্লাহুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল্ আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিন ওয়া সা-ইস্ সাফারি ওয়া

www.BANGLAKITAB.com

কা'বাতিল মানযারি ওয়া সুইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্‌লি ওয়াল ওয়ালাদ।" পবিত্র ও মহান সেই সত্তা যিনি এটিকে অধীন করে দিয়েছেন আমাদের জন্য অথচ আমাদের এর শক্তি ছিল না একে বশীভূত করা। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে নেকী ও তাক্‌ওয়ার কামনা করছি এবং সেই আমল চাচ্ছি যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আমাদের পরিবারের তুমিই অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, মর্মান্তিক দৃশ্যের উদ্ভব থেকে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন্দভাবে ফিরে আসা থেকে।" আর সফর থেকে ফিরে এসেও তিনি এই একই দু'আ পড়তেন। তবে তখন এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করতেনঃ "আ-য়িবুনা তা-য়িবুনা আ-বিদুনা লিরাব্বিনা হা-মিদুন।" –আমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তাওবাকারী, আমরা নিজেদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রসংসাকারী। (মুসলিম)

٩٧٣– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন, সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, খারাপ অবস্থায় ফিরে আসা থেকে, বৃদ্ধির পর ক্ষতি থেকে, মযলমের বদদু'আ থেকে এবং খারাপ দৃশ্য দেখা থেকে (আল্লাহ্‌র কাছে) আশ্রয় চাইতেন। (মুসলিম)

٩٧٤– وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيْلَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ. يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ :

www.BANGLAKITAB.com

«إِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৭৪. হযরত আলী ইব্‌ন রাবীআ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা.)-এর কাছে হাজির হলাম। সাওয়ার জন্য তাঁর কাছে একটি সাওয়ারী আনা হল। তিনি রেকাবে পা রেখে বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ (আল্লাহর নামে শুরু করছি)। তারপর তার পিঠে চড়ে বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামাকুন্না লাহু মুক্‌রিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন" –সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তার শক্তি রাখতাম না একে বশীভূত করতে। আর অবশ্যই আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবো। তারপর "আল-হামদুলিল্লাহ্" বললেন তিনবার। তারপর "আল্লাহু আকবর" বললেন তিনবার। তারপর বললেন ঃ "সুবহা-নাকা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আনতা" –তুমি পবিত্র মহান অবশ্যই আমি আমার নিজের ওপর যুল্‌ম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। তারপর হেসে ফেললেন। তাকে বলা হল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠিক এমনটি করতে দেখেছিলাম যেমনটি আমি করলাম, তারপর তিনি হেসে ফেলেছিলেন।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হাসলেন কেন?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তোমার মহান ও পবিত্র প্রতিপালক নিজের বান্দার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন যখন সে বলে ঃ আমার গুনাহ মাফ করে দাও। সে এ কথা এটা জেনেই বলে যে, আমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।"

بَابُ تَكْبِيرُ الْمُسَافِرِ إِذَا صَعَدَ الثَّنَايَا وَشَبْهِهَا وَتَسْبِيْحَهُ إِذَا هَبَطَ الْأَوْدِيَّةَ وَنَحْوَهَا وَالنَّهِي عَنِ الْمُبَالَغَةِ بِرَفْعِ الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيرِ وَنَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা, উপত্যকায় নামার সময় 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলা এবং তাক্‌বীর বলার সময় আওয়াজ বুলন্দ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা।

৯৭৫– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৭৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম তখন 'আল্লাহু আক্‌বার' –আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বলতাম আর যখন নিচের দিকে নামতাম তখন বলতাম 'সুবহানাল্লাহ।' (বুখারী)

৯৭৬– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوْشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا ، وَإِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন উঁচু স্থানে চড়তেন 'আল্লাহু আকবর' বলতেন এবং যখন নিচের দিকে নামতেন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। (আবূ দাউদ)

٩٧٧– وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ.

৯৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ বা উমরা থেকে ফেরার পথে যখনই কোন বেশী উঁচু জায়গায় চড়তেন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেনঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূন আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু।" –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা সিজ্‌দাকারী, আমরা আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সেনাদলকে পরাজিত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের বর্ণনায় বলা রয়েছে ঃ "যখন তিনি বড় সেনাদল বা ছোট সেনাদল, বা হজ্জ অথবা উমরা থেকে ফিরতেন"।

٩٧٨– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ » فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফর করতে মনস্থ করেছি। কাজেই আমাকে অসিয়্যত করুন। তিনি বললেনঃ তুমি অবশ্যই তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, আর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (ওঠার সময়)

www.BANGLAKITAB.com

তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) বল। লোকটি যখন সেখান থেকে ফিরে চলল তখন বললেন ঃ "হে আল্লাহ্‌,! তার দূরত্বকে গুটিয়ে দাও এবং সফরকে তার জন্য সহজ করে দাও।" (তিরমিযী)

٩٧٩– وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৯. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকায় চড়তাম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌ বলতাম ও তাক্‌বীর বলতাম এবং আমাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে (আল্লাহকে) আহ্বান করছ না যিনি বধির এবং অনুপস্থিত। তিনি তোমাদের সংগেই আছেন, তিনি (সবকিছু) শুনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব।

٩٨٠– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলো হচ্ছে ঃ মযলূমের (অত্যাচারীতের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং পুত্রের জন্য পিতার দু'আ। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يَدْعُوا بِهِ إِذَا خَافَ نَاسًا أَوْ غَيْرَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মানুষ বা অন্য কিছুর ভয় হলে যে দু'আ পড়তে হবে।

٩٨١– عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৮১. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন গোষ্ঠি বা জাতির ভয় করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" –হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহীহ্ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

অনুচ্ছেদ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দু'আ পড়তে হবে।

٩٨٢– عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَالِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮২. হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থান করতে অবতরণ করে এবং তারপর বলে ঃ "আউযূ বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মা-তি মিন শার্‌রি মা খালাকা" –আমি আল্লাহর পূর্ণাংগ কালেমাগুলোর সহায়তায় সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাকে সেই স্থানে থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না। (মুসলিম)

٩٨٣– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيلُ قَالَ : « يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

৯৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত হয়ে যেত, তখন তিনি বলতেন ঃ "ইয়া আরদু রাব্বী ও রাব্বু কিল্লাহ, আউযূ বিল্লাহে মিন শাররি মা-ফীকে ওয়া মিন শাররি মা খুলিকা ফীকে, ওয়া শাররি মা-ইয়াদিব্বু আলাইকে, আউযূ বিকা মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদা ওয়ামিনাল হাইয়াতে ওয়াল আকরাবি, ওয়া মিন সা-কিনিল বালাদি ওয়া মিউ ওয়ালিদিন ওয়া মা ওয়ালাদ " –হে স্থান, তোমার ও আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। আমি আশ্রয় চাই তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং তোমার ওপরে যা কিছু চড়ে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বাঘ ও কাল সাপ থেকে এবং সব রকমের সাপ, বিচ্ছু থেকে আর শহরবাসীদের অনিষ্ট থেকে এবং জন্মদানকারী ও যা জন্ম লাভ করেছে তার অনিষ্ট থেকে। (আবূ দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوْعِ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অনতিবিলম্বে ঘরে ফিরা মুস্তাহাব।

٩٨٤– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্ট) একটি অংশ। সফর তোমাদের পানাহার ও নিদ্রায় বাধা দেয়। কাজেই তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলেই তাকে তাড়াতাড়ি নিজের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে আসা উচিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقُدُوْمِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِىْ اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপসন্দনীয়।

٩٨٥– عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً ».

وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ সফরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর রাত্রিবেলা যেন পরিবারবর্গের কাছে ফিরে না আসে"।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিবেলা পরিবারবর্গের কাছে (সফর থেকে) ফিরে এসে নামতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٨٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সফর থেকে ফিরে) রাতে নিজের পরিবারবর্গের কাছে যেতেন না। বরং তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে আসতেন। (বুখারী ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ إِذَا رَجَعَ وَإِذَا رَأَى بَلْدَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

٩٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : « آيِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ » فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَالِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফর থেকে ফিরে এলাম। এমন কি যখন আমরা এমন জায়গায় এলাম যেখান থেকে মদীনা দেখা যায় তখন তিনি বললেন ঃ "আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন" আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রভূর প্রশংসাকারী"। আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'য়াটি বারবার পড়তে থাকলেন। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِبْتِدَاءِ الْقَادِمِ بِالْمَسْجِدِ الَّذِيْ فِيْ جِوَارِهُ وَصَلَاتَهُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর নিজের মহল্লার মসজিদ থেকে শুরু করা এবং সেখানে দু'রাকা'আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

٩٨٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৮. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে আসতেন। সেখানে দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম।

٩٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া একদিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করা জায়িয নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٠- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া কোন ব্যক্তি কখনো কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত করবে না। আর কোন মেয়ে নিজের সাথে মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর করবে না। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী তো হজ্জে যাচ্ছে, আর ওদিকে অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার নাম লেখা হয়ে গেছে? জবাবে তিনি বললেন ঃ যাও, নিজের স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় ঃ ফযীলতসমূহ - মর্যাদাবলী

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র কুরআন পাঠের ফযীলত।

٩٩١- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: « اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لأَصْحَابِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯১. হযরত আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কুরআন পড়। কারণ, কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফা'আতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম)

٩٩٢- وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِى الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯২. হযরত ইব্ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়ায় পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের পাঠকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। (মুসলিম)

٩٩٣- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

www.BANGLAKITAB.com

৯৯৩. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিখায়।" (বুখারী)

٩٩٤– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তি অনুগত সম্ভ্রান্ত ফিরিশ্‌তাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা পড়তে পড়তে আটকে যায় আর তা পড়া তার জন্য কঠিন হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٥– وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ : رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ : رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৯৫. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবু। তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খুরমার মতো। তাতে খুশবু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। খুশবু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের মত। তাতে কোন খুশবু নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٦– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৯৬. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই কিতাবের (কুরআন মজীদ) মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতির উত্থান ঘটান (তাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেন) আবার এই কিতাবের মাধ্যমে (আদেশে নিষেধ অমান্য করার কারণে) বহু জাতির পতন ঘটান। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٩٩٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া আর কিছুই ঈর্ষাযোগ্য নয়। প্রথম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্র তা তিলাওয়াত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিন-রাতের বিভিন্ন সময় তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٨- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ : « تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৮. হযরত বারায়া ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি (নফল নামাযে) সূরা কাহ্‌ফ পড়ছিলেন এবং তার কাছে তাঁর ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। একখণ্ড মেঘ তার ওপর ছেয়ে গেল। মেঘ খণ্ড ক্রমেই তার নিকটবর্তী হচ্ছিল আর তা দেখে ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করে দিল। সকাল হলে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি শুনাল। তিনি জবাব দিলেন ঃ ওটা ছিল 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি। কুরআন পাঠের কারণে নাযিল হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ : آلَمّ حَرْفٌ وَلٰكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) একটি হরফ পাঠ করে সে তার বদ্‌লায় একটি নেকী (পূণ্য) পাবে। আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি (এ থেকে) আলিফ-লাম-মীমকে একটি হরফ বলছি না বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٠٠– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০০০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পেটে কুরআনের কোন অংশই নেই সে বিরান ঘরের মত। (তিরমিযী)

١٠٠١– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় ও জান্নাতের মনযিলে আরোহণ কর এবং থেমেথেমে ও ধীরেধীরে কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ জান্নাতে তোমার স্থান হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত যা তুমি পড়ছ। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ تَعْرِيْضِهِ لِلنِّسْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা ভুলে যাওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করা

١٠٠٢– عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০২. হযরত আবু মূসা (রা.) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ কর (কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক) সেই সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিঃসন্দেহের উট তার দড়ি থেকে যেমন দ্রুত সরে যায় তার চাইতেও অনেক বেশী দ্রুত সে স্মৃতি থেকে মুছে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٣– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের হাফিযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাঁধা উট। (মালিক) যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহলে সে ঠিক বাঁধা থাকে আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তাহলে সে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ وَالإِسْتِمَاعُ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা।

١٠٠٤– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ নবীর সুললিত কণ্ঠে ও সুউচ্চ স্বরে কুরআন পড়ার প্রতি যত বেশী মনোযোগী হন আর কোন বিষয় শোনার প্রতি তিনি এর চাইতে বেশী মনোযোগী হন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٥– وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ ».

১০০৫. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন ঃ তোমাকে দাউদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি বাদ্যযন্ত্র (অর্থাৎ সুর) দান করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেনঃ "যদি তুমি রাতে আমাকে তোমার কুরআন পড়া শুনতে দেখতে পেতে" (তাহলে বড়ই খুশী হতে)।

١٠٠٦– وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১০০৬. হযরত বারায়া ইব্‌ন আযিব (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এশার নামাযে 'ওয়াত্‌তীনে ওয়ায্ যাইতূন' সূরাটি পড়তে শুনেছি। তাঁর চাইতে সুললিত কণ্ঠে আর কাউকে পড়তে আমি শুনিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٧- وَعَنْ أَبِى لُبَابَةَ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০০৭. হযরত আবু লুবাবা বশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

١٠٠٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْآنَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : « إِنِّىْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ : « حَسْبُكَ الْآنَ » فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাব অথচ কুরআন আপনার ওপর নাযিল করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি নিজের ছাড়া অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি। কাজেই আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়লাম। এ সূরাটি পড়তে পড়তে যখন আমি এ আয়াতটিতে আসলাম, "ফা কাইফা ইযা জিয়্‌না মিন কুল্লি উম্মাতিন .... " –তারপর চিন্তা কর, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এসব সম্পর্কে তোমাকেও (হে মুহাম্মাদ) এই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি বলবে? (সূরা নিসা ঃ ৪১) তখন তিনি বললেন ঃ এখন যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম তাঁর মুবারক চোঁখ দু'টি থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى سُوَرٍ وَآيَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কয়েকটি সূরা ও নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ দেয়া।

١٠٠٩- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِىْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ فَأَخَذَ بِيَدِىْ ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ